ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৩৭
আগরতলা, ১০ জানুয়ারি,২০২৫

বিধানসভা সংবাদ

বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে রাজ্যের বর্তমান সরকার সচেতন : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে রাজ্যের বর্তমান সরকার সচেতন। প্রতিটি সরকারি দপ্তরে শূন্যপদে নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেই মোতাবেক নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই একটি স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রণয়ন করেছেন এবং ইতিমধ্যে এই নিয়োগনীতির মাধ্যমে বর্তমান সরকার, বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করে চলেছে। আজ বিধানসভায় এক বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। বিধায়ক নয়ন সরকারের আনা বেসরকারি প্রস্তাবটি ছিলো ‘ত্রিপুরা সরকারের দপ্তরগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকা পদগুলি পূরণ করার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করুক’। বেসরকারি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, বিধায়ক কিশোর বর্মণ, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দাস।

আলোচনায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের নিয়মিত কর্মচারী হিসেবে ১৩ হাজার ৬৫৪ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জেআরবিটি গ্রুপ ডি পদে ২,৪৩৭ জনকে ইতিমধ্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। শীঘ্রই তাদেরকে বিভিন্ন দপ্তরে পোস্টিং দেওয়া হবে। এছাড়া অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে এখন পর্যন্ত বর্তমান সরকারের আমলে ১২ হাজার ৪১৯ জনকে বিভিন্ন পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার হিসেবে ১,০৩৯ জন, অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার হিসেবে ১,১৬০ জন, আরক্ষা প্রশাসনে এসপিও পদে ১,২৬২ জন, বিভিন্ন দপ্তরে আউট সোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিতে ৫,৭৭১ জন, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ২,৯৮৭ জনকে সিকিউরিটি গার্ড ও অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য পুলিশ দপ্তরে এসআই, ১,৯১৬ জন কনস্টেবল, ৬,০৬৭ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ, ১০০ জন এমপিডব্লিউ, ২২৯ জন পিআই, ৩০৪ জন ফায়ারম্যান, ২৫ জন ড্রাইভার নিয়োগ সহ বিভিন্ন দপ্তরে ৯,৬২৬টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভা বিভিন্ন দপ্তরে ২,৬২৭টি পদে লোক নিয়োগের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। আলোচনায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গত ৩ বছরে ৪০,০৭০টি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে ১,৬১৭টি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করেছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডোর স্টেপ ইনসিমিনেশন ওয়ার্কার হিসেবে ৩৪২ জনকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা এখন গ্রামীণ এলাকায় কাজ করছেন।

২-এর পাতায়

বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন এবং ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের অধীনে মোট ২,৭৭০টি স্বসহায়ক দলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় সহ মূলধনের জন্য ১,০২৮.৪২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তর প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা ২,৭১৫ জন সুবিধাভোগীকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সহায়তা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় এখন পর্যন্ত ৪,০৬৭ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় এখন পর্যন্ত ৯৬টি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ২,১৩৫ জন যুবক যুবতীকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬০০ হেক্টর জমিতে রাবার গাছ রোপণ করা হয়েছে। ৯১৬টি জনজাতি পরিবার উপকৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারত্বের হার কমে ৩.২-এ এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, রাজ্যের যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানে রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রয়াস সর্বদা জারি থাকবে। পরে বেসরকারি প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল করা হয়।

*****